কাবা সম্পর্কিত মনোমুগ্ধকর তথ্য

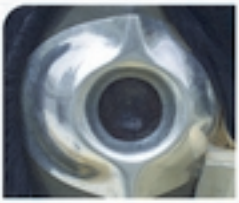

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই বিষয়বস্তু "আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনা" কিতবের ১৫৬-১৭৫ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে।

কাবা সম্পর্কিত মনোমুগ্ধকর তথ্য

আত্তারের দোয়া

হে আল্লাহ! যে কেউ **"কাবা সম্পর্কিত মনোমুগ্ধকর তথ্য"** পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে বারবার কাবা শরীফের তাওয়াফ করার সৌভাগ্য দান করো এবং বারবার সবুজ গম্বুজের মনোরম দৃশ্য দেখাও আর তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, মক্কী মাদানী হাশেমী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে (ব্যক্তি) আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে **আল্লাহ পাক** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন। (মুসলিম, ২১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪০৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

মক্কা শরীফের زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا সবচেয়ে মহান যিয়ারতগাহ্ (দর্শনীয় স্থান) হচ্ছে কাবা শরীফ। বিশ্বের সকল মুসলমান এর দীদার এবং এর তাওয়াফের জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকেন। কাবা শরীফ সম্পর্কে কিছু মনোমুগ্ধকর তথ্য পেশ করা হচ্ছে। কোরআনে করীমের বিভিন্ন স্থানে কাবা শরীফের আলোচনা করা হয়েছে। যেমনটি প্রথম পারা সূরা বাকারায় ১২৫ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ط

(পারা: ১, সূরা: বাকারা, আয়াত: ১২৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর (স্মরণ করুন) আমি যখন এ ঘরকে মানবজাতির জন্য আশ্রয়স্থল ও নিরাপদ স্থান করেছি।

www.dawateislami.net

হেরেমে পশুরা শিকারের পিছু ধাওয়া করে না

এই আয়াতে করীমার আলোকে সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه খাযায়িনুল ইরফানে লিখেছেন: (এই আয়াতে মোবারাকার শব্দ) 'بَیت' ঘর দ্বারা কাবা শরীফকে বুঝানো হয়েছে আর এতে সমগ্র হেরেম শরীফ অন্তর্ভূক্ত। 'اَمن' বা নিরাপদ বানানোর অর্থ হচ্ছে কাবার হেরেমে হত্যাযজ্ঞ ও খুন-খারাবি হারাম, অথবা অর্থ হচ্ছে সেখানে শিকারদের জন্যও নিরাপত্তা রয়েছে। এমনকি পবিত্র হেরেম শরীফে সিংহ ও নেকড়েরাও শিকারের পিছু ধাওয়া করে না, ফিরে চলে যায়। অন্য একটি মতে, মুমিন এখানে প্রবেশ করেই আযাব থেকে নিরাপত্তা পেয়ে যায়। হেরেমকে এ কারণেই 'হেরেম' বলা হয় যে, এখানে হত্যা করা ও শিকার হারাম ও নিষিদ্ধ। (তাফসীরাতে আহমদিয়া, ৩৪ পৃষ্ঠা) যদি কোন অপরাধীও এখানে প্রবেশ করে, তাকেও কোন প্রকার বাঁধা দেওয়া যাবে না।

(তাফসীরে নসফী, ৭৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কাবা সমগ্র বিশ্ব-জগতের পথ প্রদর্শক

চতুর্থ পারার সূরা আলে ইমরানের ৯৬ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

اِنَّ اَوَّلَ بَیْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِیْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّ هُدًى لِّلْعٰلَمِیْنَ ﴿۹۶﴾

(পারা: ১, সূরা: বাকারা, আয়াত: ১২৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় সর্বপ্রথম ঘর, যা মানবজাতির ইবাদতের জন্য নির্দ্ধারিত হয়েছে, সেটাই যা মক্কায় অবস্থিত, বরকতময় এবং সমগ্র জাহানের পথ প্রদর্শক।

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই আয়াতের আলোকে বলেন: হে মুসলমানেরা! অথবা হে মানবজাতি! নিঃসন্দেহে জেনে রাখুন যে, পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ

যে ঘরটি বিশ্ব-মানবতার দ্বীনি ও দুনিয়াবী উপকারের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং নির্মাণ করা হয়েছে, এটি সেই ঘরই যা মক্কা শরীফে অবস্থিত। সেটি বাইতুল মুকাদ্দাস নয়; যা মর্যাদার দিক থেকেও কাবা শরীফের পরবর্তী স্থানে এবং ফযীলতের দিক থেকেও। (তাফসীরে নঈমী, ৪র্থ খন্ড, ২৯ পৃষ্ঠা)

কাবা শরীফ সম্পর্কে ১২টি মাদানী ফুল

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কাবা শরীফের ফযীলত অগণিত, তন্মধ্য হতে কতিপয় এখানে উল্লেখ করা হলো:

(১) বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রসিদ্ধ নির্মাতা হলেন হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام, এটি তিনি জ্বিনদের দিয়ে নির্মাণ করিয়ে ছিলেন। কিন্তু **কাবা শরীফের** প্রসিদ্ধ নির্মাতা হলেন হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ্ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام। **(২) কাবা শরীফে** মকামে ইব্রাহীম, হাজরে আসওয়াদ ইত্যাদি এমন কতকগুলো কুদরতের নিদর্শন বিদ্যমান যা বাইতুল মুকাদ্দাসে নাই। **(৩) কাবা শরীফের** উপর দিয়ে পাখি ইত্যাদি উড়ে না বরং এর আশে-পাশে সরে যায়। **(৪)** কাবার হেরেমে ছাগল ও বাঘ একত্রে পানি পান করে, এখানে শিকারী প্রাণীরাও শিকার ধরে না। **(৫)** কাবার হেরেমে কিয়ামত পর্যন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ হারাম। **(৬) কাবা শরীফ** সমগ্র হিজাযীদের বিশেষ করে মক্কাবাসীদের জীবন ধারণের মাধ্যম। কেননা, এই জায়গাটি সজীব নয় (অর্থাৎ পানি ও উদ্ভিদশূণ্য), জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় কিছুই এখানে হয় না কিন্তু এখানকার অধিবাসীরা অন্যান্যদের তুলনায় ভালই আছেন, মোটকথা এই স্থানটি শুধুমাত্র ইবাদতের জন্যই। **(৭) আল্লাহ পাক** কাবা শরীফের হেফাজত স্বয়ং নিজেই করেন, যেমনটি হস্তীবাহিনীকে আবাবীল পাখি দিয়ে মেরে ফেলেছিলেন। **(৮)** হজ্ব সর্বদা কাবা শরীফেই হয়েছে, বাইতুল মুকাদ্দাসে কখনো হজ্ব হয়নি। **(৯) আল্লাহ পাকের** সর্বশেষ **নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **কাবা শরীফের** পাশেই মক্কা শরীফেই আবির্ভূত হন। **(১০) আল্লাহ পাক** কাবার

www.dawateislami.net

শহরটিকেই **'বালাদুল আমীন'** অর্থাৎ নিরাপত্তার শহর বলেছেন এবং এর নামে শপথও করেছেন, ইরশাদ করেন: "وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِیْنِ ۙ"

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর এই নিরাপদ শহরের (শপথ)। **(১১) কাবা শরীফে**র নিকট একটি নেকীর জন্য এক লক্ষ সাওয়াব এবং বাইতুল মুকাদ্দাসের নিকট পঞ্চাশ হাজার। **(১২)** ফিরিশতা এবং অনেক আম্বিয়ার عَلَيْهِمُ السَّلَام কিবলা কাবা শরীফই ছিলো, বাইতুল মুকাদ্দাস নয়।

(তাফসীরে নঈমী, ৪র্থ খন্ড, ৩০,৩১ পৃষ্ঠা)

অসুস্থ পাখিরা কাবার বাতাস দ্বারা চিকিৎসা করে থাকে

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **খাযাইনুল ইরফানে** চতুর্থ পারার সূরা আলে ইমরানের ৯৭ নম্বর আয়াতে করীমা فِيْهِ اٰیٰتٌۢ بَیِّنٰتٌ **(কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** এতে রয়েছে অনেক উজ্জ্বল নিদর্শন) এর তাফসীরে লিখেছেন: যা এর সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে, সেসব নিদর্শনাবলীর মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে, কোন পাখি কাবা শরীফের উপরে বসে না, সেটির উপর দিয়ে উড়েও যায় না বরং উড়ে নিকটে এসে এদিক সেদিক সরে পড়ে, আর যেসব পাখি অসুস্থ হয়ে পড়ে তারা চিকিৎসাও এভাবে করে যে, কাবার আশেপাশের বাতাসের মধ্য দিয়ে উড়ে যায়, এতে করে তারা সুস্থ হয়ে যায়। বনের পশুরা কাবা শরীফের পবিত্র হেরেমে একে অপরকে কোন রূপ কষ্ট দেয় না, এমনকি কুকুর পর্যন্ত এই পবিত্র ভূমিতে হরিণের উপর আক্রমণ করে না, সেখানে তারা শিকার করে না এবং মানুষের অন্তর পবিত্র কাবার প্রতি আকর্ষিত হয় এবং কাবা শরীফের দিকে দৃষ্টি দিতেই চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয় এবং প্রতি জুমার রাতে (অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে) সমস্ত অলীগণের রূহ্ সমূহ কাবা শরীফের চতুর্দিকে উপস্থিত হয়ে যায় এবং কোন মানুষই যদি এই কাবা শরীফের অসম্মান করার ইচ্ছা করে সে ধ্বংস হয়ে যায়। **(খাযাইনুল ইরফান)**

www.dawateislami.net

কাবা শরীফের যিয়ারত করা ইবাদত

হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: "**কাবা শরীফ** দেখা ইবাদত, কোরআনে মজীদ দেখা ইবাদত এবং আলিমের চেহারা দেখা ইবাদত।" (ফিরদাউসুল আখবার, হাদীস: ২৭৯১, ১ম খন্ড, ৩৭৬ পৃষ্ঠা) অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: "জমজমের দিকে তাকানো ইবাদত।" (আখবারে মক্কা লিল ফা-কিহী, ২য় খন্ড, ১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১১০৫)

কাবা শরীফ হচ্ছে কিবলা

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন: **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যখন কাবা শরীফে প্রবেশ করলেন, তখন এর কোণায় কোণায় দোয়া করেন এবং নামায পড়লেন না এমনকি সেখান থেকে তাশরিফ নিয়ে আসেন, বেরিয়ে এসে কাবা শরীফকে সামনে নিয়ে দুই রাকাত নামায আদায় করলেন এবং ইরশাদ করলেন: "এটি হলো কিবলা।"

(বুখারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫৬, হাদীস: ৩৯৮)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ 'এটি হলো কিবলা' উক্তিটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেন: অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত কাবা সকল মুসলমানদের কিবলা হয়ে গেলো, কখনোও রহিত হবে না। এতে একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত এটাও রয়েছে যে, কাবা শরীফের যে কোন অংশই কিবলা, নামাযীর সামনে সম্পূর্ণ কাবা হওয়া আবশ্যক নয়।

(মিরআতুল মানাজীহ্, ১ম খন্ড, ৪২৯ পৃষ্ঠা)

কাবা শরীফের ভিতরে নামাযে কোন্ দিকে মুখ করবে

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১২৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব '**বাহারে শরীয়াত**' এর প্রথম খন্ডের ৪৮৭ নম্বর পৃষ্ঠার ৫০ নম্বর মাসয়ালা হলো: কাবা শরীফের ভেতরে নামায পড়লে যেদিকে ইচ্ছা সেদিক হয়ে পড়বে, কাবার ছাদেও নামায হয়ে যাবে, কিন্তু এর ছাদে উঠা নিষিদ্ধ। (গুনিয়া, ৬১৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

শুধুমাত্র তিনটি মসজিদের উদ্দেশ্যে সফরের হাদীস, ব্যাখ্যা সহ

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন দিকে সফরের উদ্দেশ্য (ঘোড়ার) জিন বাঁধা যাবে না (অর্থাৎ সফর করা যাবে না), **(১)** মসজিদে হারাম, **(২)** মসজিদে নববী এবং **(৩)** মসজিদে আকসা।"

(বুখারী, ১ম খন্ড, ৪০১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১১৮৯)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ লিখেছেন: অর্থাৎ এই তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের দিকে এই উদ্দেশ্যে সফর করা যে, সেখানে নামায আদায় করলে সাওয়াব বেশি হবে, নিষিদ্ধ। যেমন, কিছু লোক জুমা আদায়ের জন্য বাদায়ুন থেকে দিল্লী যায়। কেননা, সেখানকার জামে মসজিদে সাওয়াব বেশি পাওয়ার যায়, এটি ভুল। (এই তিনটি ব্যতীত) যে কোন স্থানের মসজিদে সাওয়াবের কোন তারতম্য নাই। হাদীস শরীফটির মূল ব্যাখ্যা এটিই। কিছু লোক হাদীস শরীফটির অর্থ এই বলে মনে করে যে, এই তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য যে কোন মসজিদে সফর করাই হারাম। সুতরাং ওরস, কবর যিয়ারত ইত্যাদীর উদ্দেশ্যে সফর করাও হারাম। হাদীস শরীফের অর্থ যদি এই হয়, তাহলে ব্যবসা-বাণিজ্য, চিকিৎসা, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সাক্ষাৎ, ইলমে দ্বীন অর্জন ইত্যাদি সকল কার্যাদির জন্য সফর করা হারাম হয়ে যাবে এবং এই হাদীসটি পবিত্র কোরআনের বিরোধী হয়ে যাবে; অন্য অনেক হাদীসেরও। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

قُلۡ سِیۡرُوۡا فِی الۡاَرۡضِ ثُمَّ انۡظُرُوۡا کَیۡفَ کَانَ عَاقِبَۃُ الۡمُکَذِّبِیۡنَ ﴿۱۱﴾

(পারা: ৭, সূরা: আনআম, আয়াত: ১১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপনি বলে দিন, 'ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ করো। অতঃপর দেখো মিথ্যা প্রতিপন্ন কারীদের কী পরিণাম হয়েছে!'

www.dawateislami.net

‘মিরকাতে’ এই স্থানে আর **‘শামী’** যিয়ারতে কুবুর অধ্যায়ে বলেন: যেহেতু এই তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য সব মসজিদ সাওয়াবের দিক থেকে সমান, সেহেতু অন্য সব মসজিদের দিকে (বেশি সাওয়াব অর্জনের নিয়্যতে) সফর করা নিষেধ এবং **আল্লাহ্**র অলীদের কবরসমূহ ফয়য ও বরকতের দিক থেকে ভিন্ন, সুতরাং কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েয।

(মিরআতুল মানাজীহ্, ১ম খন্ড, ৪৩১ পৃষ্ঠা। মিরকাত, ২য় খন্ড, ৩৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৯৩। রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা)

প্রতিটি কদমে নেকী আর গুনাহের ক্ষমা

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেন: আমি **আবুল কাসিম মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: “যে ব্যক্তি কাবা শরীফে হাজিরীর ইচ্ছা করলো আর উটে আরোহন করলো তবে উট যত কদম তোলে আর ফেলে, তার পরিবর্তে **আল্লাহ পাক** তার জন্য সাওয়াব লিখেন এবং গুনাহ ক্ষমা করে দেন আর মর্যাদা বৃদ্ধি করেন, এমনকি যখন কাবা শরীফে পৌঁছে যায়, তাওয়াফ করে এবং সাফা-মারওয়ার মাঝখানে সাঈ করে, অতঃপর মাথা মুন্ডায় বা চুল কাটে তবে গুনাহ থেকে এমনভাবে বের হয়ে গেলো যে, সে যেন সেই দিনই তার মায়ের পেট থেকে জন্ম নিলো।”

(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৪৭৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪১১৫)

সায়্যিদুনা আদম عَلَیۡهِ السَّلَام ও কাবা

হযরত সায়্যিদুনা আদম ছফিউল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام যখন জান্নাত থেকে এই পৃথিবীতে আগমন করেন তখন **আল্লাহ পাকের** দরবারে আতঙ্ক ও একাকীত্বের ফরিয়াদ করলেন। অতঃপর **আল্লাহ পাক** তাঁকে কাবা শরীফ নির্মাণ এবং এর তাওয়াফ করার আদেশ দিলেন, হযরত সায়্যিদুনা নূহ নাজিউল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর যুগ পর্যন্ত এটিই কাবা ছিলো, হযরত নূহ عَلَیۡهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর তুফানের সময় এই কাবা শরীফকে সপ্তম আসমানের দিকে

www.dawateislami.net

কাবার সীমানা বরাবর উপরে উঠিয়ে নেওয়া হয়, বর্তমানে ফিরিশতারা সেই ঘরটিতে **আল্লাহ পাকের** ইবাদত করেন। (তাফসীরে কবীর, ৩য় খন্ড, ২৯৬ পৃষ্ঠা)

শুভাগমনের খুশিতে কাবার উপর পতাকা

সায়্যিদাতুনা আমেনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন: আমি দেখতে পেলাম যে, তিনটি পতাকা গেঁড়ে দেওয়া হয়েছে। একটি পূর্ব দিকে, একটি পশ্চিম দিকে, তৃতীয়টি কাবা শরীফের ছাদে এবং **নবীয়ে রহমত** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শুভাগমন হয়ে গেলো। (খাসায়িসে কুবরা, ১ম খন্ড, ৮২ পৃষ্ঠা)

রূহুল আমীঁ নে গাঁড়া কাবে কে ছাত পে ঝান্ডা,
তা আরশ উড়া ফারেরা সুবহে শবে বিলাদত। (যওকে নাত)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

পবিত্র কাবার একটি জিহ্বা ও দুইটি ঠোঁট আছে

তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিশ্চয় কাবা শরীফের একটি জিহ্বা ও দুইটি ঠোঁট রয়েছে এবং সে অভিযোগ করে আরয করলো: **হে প্রতিপালক!** আমার প্রতি বারবার আসা লোক আর আমাকে দেখতে আসা লোকের সংখ্যা কমে গেছে। তখন **আল্লাহ পাক** ওহী অবতীর্ণ করলেন: আমি এমন বিনয়ী, নম্র এবং সিজদাকারী মানুষ সৃষ্টি করবো, যারা তোমার প্রতি এতই আগ্রহী হবে যে, কবুতরেরা যেমন তাদের ডিমের প্রতি আগ্রহী থাকে।"

(আল মু'জামুল আওসাত, ৪র্থ খন্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬০৬৬)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সুলায়মান عَلَيْهِ السَّلَام এর সৈন্য এবং কাবা

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫৬১ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'মলফূযাতে আ'লা হযরত'** কিতাবের ১৩০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা সোলায়মান عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর সিংহাসন বাতাসে উড়ে যাচ্ছিল। যখন কাবা শরীফের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল তখন কাবা কান্না করে উঠলো এবং **আল্লাহ পাকের** দরবারে ফরিয়াদ করলো: তোমার এক নবী আর তোমার একটি দল আমার পাশ দিয়ে চলে গেলো, তারা আমার এখানে নামলও না, নামাযও আদায় করলো না। তখন **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করলেন: কান্না করো না, আমি আমার বান্দাদের উপর তোমার হজ্ব করা ফরয করে দেব, তারা এমনভাবে তোমার দিকে ধেয়ে আসবে যেমন পাখিরা ধেয়ে আসে তাদের বাসার দিকে, তারা কাঁদতে কাঁদতে তোমার দিকে এমনভাবে দৌড়াবে যেমন দৌঁড়ায় কোন উট তার বাচ্চার টানে এবং তোমার বুকে (অর্থাৎ তোমার শহরে) শেষ যুগের নবী সৃষ্টি করবো, যিনি সকল আম্বিয়াদের (عَلَيْهِمُ السَّلَام) মাঝে আমার কাছে অধিক প্রিয়।"

(তাফসীরে বাগভী, ৩য় খন্ড, ৩৫১ পৃষ্ঠা)

স্বর্ণের শিকলে বেঁধে কাবাকে হাশরের ময়দানে আনা হবে

হযরত সায়্যিদুনা ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ্ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **'তাওরাত শরীফে'** উল্লেখ আছে, কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাক তাঁর** সাত লক্ষ নৈকট্যশীল ফিরিশতা পাঠাবেন যাদের প্রত্যেকের হাতে থাকবে একটি করে সোনার শিকল, **আল্লাহ পাক** আদেশ দিবেন: "যাও! এই শিকল দ্বারা বেঁধে কাবাকে হাশরের ময়দানে নিয়ে এসো," ফিরিশতারা যাবেন কাবাকে শিকলে বেঁধে টানবেন, একটি ফিরিশতা বলবেন: "হে কাবাতুল্লাহ্! চল।" তখন পবিত্র কাবা বলবে: "আমি যাব না, যতক্ষন পর্যন্ত আমার আকাংখা পূর্ণ হবে না।" তখন আসমানের দিক থেকে একটি ফিরিশতা বলবেন: "তুমি ফরিয়াদ কর!" তখন কাবা **আল্লাহ্**র দরবারে ফরিয়াদ করবে: "**হে আল্লাহ্!** তুমি

www.dawateislami.net

আমার পাশে দাফনকৃত মুমিনদের ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করে নাও।" তখন কাবা শরীফ একটি আওয়াজ শুনবে: "আমি তোমার আবেদন গ্রহণ করে নিলাম।" হযরত সায়্যিদুনা ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ্ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "অতঃপর মক্কায়ে মুকাররমার زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا পাশে দাফনকৃত মুমিনদেরকে উঠানো হবে, যাদের চেহারা হবে সাদা। তারা সবাই ইহরাম অবস্থায় কাবার চারিদিকে জড়ো হয়ে তালবিয়া (অর্থাৎ لَبَّيْك) পাঠে রত থাকবে। অতঃপর ফিরিশতারা বলবেন: "হে কাবা! এবার চল।" তখন কাবা বলবে: "আমি যাব না, যতক্ষন না আমার আবেদন গ্রহণ করা হবে না।" তখন আসামনের দিক থেকে একটি ফিরিশতা ডাক দিয়ে বলবেন: "তুমি ফরিয়াদ কর, তোমাকে দান করা হবে।" তখন কাবা শরীফ বলবে: "**হে আল্লাহ্!** তোমার যেসব গুনাহগার বান্দারা দূর দুরান্ত থেকে ধুলামলিন অবস্থায় আমার কাছে আসত, তারা তাদের পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততিদের ছেড়ে আসত, তারা তোমার আদেশ পালনে আমার যিয়ারতের আগ্রহে বেরিয়ে পড়ে তোমার হুকুম অনুযায়ী হজ্বের আনুষ্ঠানিকতাগুলো পালন করেছিলো। তাই আমি তোমার নিকট ফরিয়াদ করছি যে, তাদের ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ কবুল করো। তুমি তাদেরকে কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে নিরাপত্তা দান কর আর তাদেরকে আমার নিকট অকত্রিত করে দাও।" তখন একটি ফিরিশতা ডাক দিয়ে বলবেন: "হে কাবা! তাদের মধ্যে এমন লোকও তো রয়েছে যারা তোমার তাওয়াফ করার পর আবার গুনাহে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিলো এবং এতে আধিক্যের কারণে নিজেদের উপর জাহান্নামকে ওয়াজিব করে নিয়েছে।" তখন কাবা আরয করবে: "**হে আল্লাহ্!** সেসব গুনাহগারদের জন্যও তুমি আমার সুপারিশ কবুল কর যাদের উপর জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে।" তখন **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করবেন: "আমি তাদের ব্যাপারে তোমার সুপারিশ কবুল করে নিলাম।" তখন সেই ফিরিশতাটি আবারো ডাক দিয়ে বলবেন: "যারা কাবার যিয়ারত করেছিলে তারা অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে যাও।" **আল্লাহ পাক** তাদের সবাইকে কাবার চতুর্দিকে

www.dawateislami.net

একত্রিত করে দেবেন। তাদের সকলের চেহারা হবে সাদা এবং তারা জাহান্নাম থেকে নির্ভয় হয়ে তাওয়াফ করতে করতে তালবিয়া বলতে থাকবে। অতঃপর ফিরিশতা বলবে: "হে কাবাতুল্লাহ্! চল।" তখন কাবা শরীফ এভাবে তালবীয়া পাঠ করবে: "لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهٗ بِيَدَيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ" অতঃপর ফিরিশতা কাবা শরীফকে টেনে হাশরের ময়দানে নিয়ে যাবেন। (আর রওযুল ফায়িক, ৬৬ পৃষ্ঠা)

কিয়ামতের দিন পবিত্র কাবাকে নববধূর সাজে উঠানো হবে

বর্ণিত আছে; **আল্লাহ পাক** বাইতুল্লাহ্‌র নিকট ওয়াদা করেছেন যে, প্রতি বৎসর ছয় লক্ষ মানুষ এর হজ্ব পালন করবে, যদি কম হয়, তবে **আল্লাহ পাক** ফিরিশতাদের দিয়ে সেই স্বল্পতা পূরণ করবেন। আর কিয়ামতের দিন কাবা শরীফ زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا কে প্রথম রাতের নববধূর ন্যায় উঠানো হবে, তখন যেসব মানুষ এই কাবা শরীফের হজ্ব করেছে তারা সবাই এর পর্দার সাথে ঝুলে থাকবে এবং এর চতুর্দিকে তাওয়াফ করতে থাকবে। এক পর্যায়ে এটি (অর্থাৎ কাবা শরীফ) জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন তারাও এর সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (ইহইয়াউল উলুম, ১ম খন্ড, ৩২৪ পৃষ্ঠা)

তাসাদ্দুক হো রাহে হেঁ লাখোঁ বন্দে গির্দ ফের ফের কর,
তাওয়াফে খানায়ে কাবা আজব দিলচস্প মনজর হে। (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

তাওয়াফের ফযীলত সমূহ

পারা ১৭ সূরা হজ্বের ২৯ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ﴿۲۹﴾

(পারা: ১৭, সূরা: হজ্ব, আয়াত: ২৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর এই আযাদ ঘরের তাওয়াফ করো।

www.dawateislami.net

তাওয়াফ কীভাবে শুরু হলো?

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **'তাফসীরে নঈমী'**তে উল্লেখ করেন: তাফসীরে রূহুল বয়ান প্রণেতা ও তাফসীরে আযীযী প্রণেতা বলেন: এই ভূ-খন্ডের পূর্বে শুধু পানিই আর পানিই ছিলো। কুদরতি ভাবে দুই হাজার বৎসর পূর্বে বর্তমান কাবার এই স্থানে সাদা ফেণার সৃষ্টি হয়। কিছুদিনের মধ্যে একে বিস্তৃত করে জমিন বানিয়ে দেওয়া হয়, অতঃপর যখন ফিরিশতাদেরকে **আল্লাহ পাক** আদম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে সৃষ্টির সংবাদ দিলেন, তখন তারা নিজেদের প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতার দাবী উত্থাপন করল এবং আদম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে সৃষ্টি করার রহস্য জিজ্ঞাসা করলো। কিন্তু সেই দুঃসাহসিকতা প্রদর্শনের কারণে তাওবার নিয়্যতে সাত বৎসর আরশে আযীমের তাওয়াফ করল, **আল্লাহ পাক** আদেশ দিলেন যে, "জমিনেও এভাবে এই ফেণাটির জায়গায় চিহ্ন লাগিয়ে দাও, যেখানে আমার বান্দারা গুনাহ করার পর এর তাওয়াফ করে আমাকে সন্তুষ্ট করে নেবে।" **(তাফসীরে নঈমী, ১ম খন্ড, ৬৪১ পৃষ্ঠা। তাফসীরে রূহুল বয়ান, ১ম খন্ড, ২৩০ পৃষ্ঠা)**

তাওয়াফের প্রতি কদমের পরিবর্তে দশটি করে নেকী আর ...

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: আমি **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি গুণে গুণে তাওয়াফের সাত চক্কর শেষ করল এবং দুই রাকাত নামায আদায় করল, তবে তা একটি গোলাম আজাদ করার সমান। আর তাওয়াফ করার সময় ব্যক্তির প্রতিটি পদক্ষেপে দশটি করে নেকী লিখা হয় এবং দশটি গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হয় আর দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়।"

(মুসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খন্ড, ২০২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৪৬২)

www.dawateislami.net

গোলাম আযাদ করার সমান সাওয়াব

রাসুলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহ্‌র তাওয়াফের সাত চক্কর শেষ করবে এবং তাতে কোন অযথা কথাবার্তা বলবে না, তবে তা একটি গোলাম আযাদ করার সমান।"

(আল মুজামুল কবীর, ২০তম খন্ড, ৩৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮৪৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

গোলাম আযাদ করার ফযীলত

রাসুলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি মুসলমান গোলামকে মুক্ত করে দেবে, এর (গোলামটির) প্রতিটি অঙ্গের বিপরীতে **আল্লাহ পাক** তার (মুক্তকারীর) শরীরের প্রতিটি অঙ্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করে দিবেন।" হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন মারজানা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন: আমি যখন সায়্যিদুনা যাইনুল আবেদীন رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মহান খেদমতে এই হাদীস শরীফটি শুনালাম, তখন তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ সাথে সাথে এমন একটি গোলাম আযাদ করে দিলেন যার দাম হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে জাফর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ দশ হাজার দিরহাম স্থির করেছিলেন।"

(বুখারী, ২য় খন্ড, ১৫০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৫১৭)

দৈনিক ১২০টি রহমত অবতীর্ণ হয়ে থাকে

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত; **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "বাইতুল হারামের হজ্ব পালনকারীর উপর **আল্লাহ পাক** প্রতিদিন ১২০টি রহমত অবতীর্ণ করেন, ৬০টি তাওয়াফকারীদের জন্য এবং ৪০টি নামায আদায়কারীদের জন্য আর ২০টি দৃষ্টি প্রদানকারীদের জন্য।" **(আত তারগীবু ওয়াত তারহীব, ২য় খন্ড, ১২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬)** মনে রাখবেন! এই হাদীসে পাকে বর্ণিত ফযীলতসমূহ শুধুমাত্র হাজীদের জন্যই।

www.dawateislami.net

পঞ্চাশবার তাওয়াফ করার মহান ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত; **মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি ৫০ বার তাওয়াফ করল তবে সে গুনাহ থেকে এমনভাবে বের হয়ে গেলো, যেন আজই মায়ের পেট থেকে জন্ম নিয়েছে।"

(তিরমিযী, ২য় খন্ড, ২৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮৬৭)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

তাওয়াফ নামাযেরই মতো

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **হুযূরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: বাইতুল্লাহ্‌র চতুর্দিকে তাওয়াফ করা নামাযের মতোই, তবে পার্থক্য হলো তুমি এতে কথা বলতে পার, তবে যে তাওয়াফের সময় কথাবার্তা বলবে, সে যেন ভাল কথাই বলে।" **(তিরমিযী, ২য় খন্ড, ২৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯৬২)**

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ হাদীসে পাকের এই অংশ 'বাইতুল্লাহ্‌র চতুর্দিকে তাওয়াফ করা নামাযের মতোই' এর আলোকে বলেন: "তাওয়াফও নামাযের মতো উত্তম ইবাদত। ওলামাগণ বলেন: মক্কাবাসীদের জন্য (নফল) নামায (নফল) তাওয়াফ থেকে উত্তম এবং বহিরাগতদের জন্য (নফল) তাওয়াফ (নফল) নামাযের চেয়ে উত্তম। কেননা, তারা এই বিশেষ সময়েই তাওয়াফ করার সুযোগ পায়।" **(মিরাত, ৪র্থ খন্ড, ১৩২ পৃষ্ঠা)**

কাবা শরীফের তাওয়াফের জন্য অযু ওয়াজিব

ওযু না থাকলে নামায, সিজদায়ে তিলাওয়াত এবং কোরআন শরীফ স্পর্শ করার জন্য অযু করা ফরয এবং খানায়ে কাবার তাওয়াফের জন্য অযু করা ওয়াজিব। **(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩০১-৩০২ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

প্রচন্ড গরমে তাওয়াফ করার ফযীলত

হযরত আল্লামা মুহাম্মদ হাশিম ঠাটবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি নীরবে **আল্লাহ পাকের** যিকির সহকারে প্রচণ্ড গরমে এভাবে তাওয়াফ করল যে, কোন কথাবার্তাও বলেনি, কাউকে কষ্টও দেয়নি, প্রতি চক্করে ইসতিলাম করেছে, তবে প্রতি কদমে সত্তর হাজার নেকী লিখা হবে, সত্তর হাজার গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে এবং সত্তর হাজার মর্যাদা বৃদ্ধি হবে।" (কিতাবুল হজ্ব, ২৮০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বৃষ্টিতে তাওয়াফ করার ফযীলত

হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: "যে ব্যক্তি বৃষ্টিতে তাওয়াফের সাত বার চক্কর দেয়, তার বিগত (অর্থাৎ পূর্বের) গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।"

(কু'তুল কুলূব, ২য় খন্ড, ১৯৮ পৃষ্ঠা)

আমরা যখন বৃষ্টিতে তাওয়াফ করলাম, তখন ...

হযরত সায়্যিদুনা আবু ইকাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: একবার আমি বৃষ্টির সময় হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সাথে বাইতুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করলাম। আমরা যখন তাওয়াফ পূর্ণ করে **"মকামে ইব্রাহীমে"** উপস্থিত হলাম এবং দুই রাকাত নামায আদায় করলাম তখন হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আমাকে বললেন: "নতুন ভাবে আমল শুরু করো। কেননা, তোমার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।" অতঃপর বললেন যে, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে বৃষ্টিতে তাওয়াফ করেছিলাম তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে এভাবেই ইরশাদ করেছিলেন" (ইবনে মাজাহ্, ৩য় খন্ড, ৫২৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩১১৮)

www.dawateislami.net

আ'লা হযরত বৃষ্টিতে কাবা শরীফের তাওয়াফ করেন

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫৬১ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'মলফূযাতে আ'লা হযরত'** কিতাবের ২০৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: মুহররাম মাসের শেষ দিনগুলোতে **আল্লাহ পাকের** দয়ায় আমি যখন সুস্থ হলাম, সেখানে একটি সুলতানী গোসলখানা আছে, আমি সেখানে গোসল করলাম। বের হতেই আকাশে মেঘ দেখতে পেলাম, হেরেম শরীফে যেতে যেতেই বৃষ্টি শুরু হলো। তখনই আমার এই হাদীসখানা মনে পড়ে গেলো, "যে বৃষ্টির সময় কাবা শরীফের তাওয়াফ করে, সে **আল্লাহ পাকের** রহমতের মাঝে সাতাঁর কাটে।" তৎক্ষণাৎ আমি হাজরে আসওয়াদে চুমু খেয়ে বৃষ্টিতেই কাবা শরীফের সাত চক্কর তাওয়াফ শেষ করে নিলাম, আবারও জ্বর ফিরে এলো। মাওলানা সায়্যিদ ইসমাঈল বললেন: "একটি যঈফ (দুর্বল) হাদীসের জন্য আপনি শরীরের প্রতি এমনভাবে অসাবধানী হলেন!" আমি বললাম: "হাদীস যঈফ (দুর্বল) হতে পারে, কিন্তু আমার আশা بِحَمْدِاللهِ تَعَالٰی সবল ছিলো।" সেই তাওয়াফটি بِحَمْدِاللهِ تَعَالٰی খুবই আনন্দের ছিলো। বৃষ্টির কারণে তাওয়াফকারীদের তেমন ভিড় ছিলো না।

(মলফূযাতে আ'লা হযরত, ২য় খন্ড, ২০৯ পৃষ্ঠা)

বর্তমানে বৃষ্টিতে তাওয়াফ করতে অসুবিধা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর যুগে হাজীদের সংখ্যা খুবই স্বল্প ছিলো কিন্তু বর্তমানে অনেক বেড়ে গেছে। সুতরাং বৃষ্টির সময়েও তাওয়াফে যথারীতি ভিড় হয়েই থাকে, এতে নারী-পুরুষের মেলামেশা, অসাবধানতার কারণে বেপর্দা, বিবস্ত্রতার বিষয়াদি, মীযাবে রহমত থেকে হাতীম শরীফে পতিত পানিতে গোসলকারী নারী-পুরুষের লাফালাফি ইত্যাদি সব কিছুই চলে। সুতরাং এমতাবস্থায় হাজীদের খুবই চিন্তা ভাবনা করা উচিত যে, মুস্তাহাবের উপর আমল করতে গিয়ে যেন গুনাহে লিপ্ত হয়ে যেতে না হয়। যদি মহিলাদের গায়ে লাগা ছাড়া বৃষ্টির সময় তাওয়াফ করা

www.dawateislami.net

সম্ভব না হয়, তবে ইচ্ছাকৃত ভাবে এমন করা তো সাওয়াবের হকদার হওয়ার পরিবর্তে গুনাহগারই হবে। অবশ্য যেসব দিনগুলেতে ভিড় থাকবে না, সুযোগ হবে বৃষ্টিতে তাওয়াফ করার, তবে তা অবশ্যই গ্রহণ করা উচিৎ।

মদীনে মেঁ চলোঁ মক্কে কি গলিয়োঁ মেঁ ফেরোঁ ইয়া রব!
মে বারিশ মেঁ তাওয়াফে খানায়ে কাবা করোঁ ইয়া রব!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাফা ও মারওয়া

এই দুইটি পর্বত **আল্লাহ পাকের** নিদর্শন, যেমন ২য় পারা সূরা বাকারার ১৫৮ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

اِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآىِٕرِ اللّٰهِۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِ اَنْ یَّطَّوَّفَ بِهِمَاؕ وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَیْرًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِیْمٌ ﴿۱۵۸﴾

(পারা: ২, সূরা: বাকারা, আয়াত: ১৫৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় 'সাফা' ও 'মারওয়া' **আল্লাহ্**র নিদর্শনগুলোর অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং যে কেউ এ ঘরের হজ্ব কিংবা ওমরা সম্পন্ন করে; তার উপর কোন গুনাহ নেই যে এ দু'টি প্রদক্ষিণ করায়; এবং যে কেউ কোন সৎকর্ম স্বতঃস্ফূর্তভাবে করবে, তবে **আল্লাহ্** সৎ কর্মের পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।

পুরুষ ও মহিলা পাথর হয়ে গেলো

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: পূর্ববর্তী যুগে এক লোক ছিলো ইসাফ এবং এক মহিলা ছিলো নায়েলা, তারা দুই জন কাবা শরীফে অসৎ মনোভাব নিয়ে পরস্পর হাত লাগাল। **আল্লাহ পাকের** শাস্তি স্বরূপ দুজনই পাথর হয়ে গেলো এবং শিক্ষার জন্য ইসাফকে সাফা পর্বতে এবং নায়েলাকে মারওয়া পর্বতে এনে রাখা হলো যেন লোকজন তাদের দেখে এখানে গুনাহের মনোভাব থেকে দূরে থাকে, যুগ

www.dawateislami.net

পরিক্রমায় যখন চারিদিকে মুর্খতা ছড়িয়ে পড়ল, তখন লোকেরা এগুলোর পূজা করা শুরু করে দিল যে, যখন সাফা ও মারওয়াই দৌঁড়াত তখন স্বসম্মানে তাদের স্পর্শ করত, মুসলমানদের (সাহাবায়ে কিরাম) সাফা-মারওয়ায় দৌঁড়ানো পছন্দ হলো না। কেননা, এখানে মূর্তি পূজা ও মূর্তি পূজারীর সাথে সাদৃশ্য ছিলো। তখনই এই আয়াতে করীমা অবতীর্ণ হলো, যাতে তাঁদের শান্ত্বনা প্রদান করা হয় যে, তোমাদের এই কাজটি (অর্থাৎ সাঈ করা) একান্ত **আল্লাহ পাককে** সন্তুষ্ট করার জন্যই, তোমরা এটিকে বাধা বলে মনে করিও না। (তাফসীরে নঈমী, ২য় খন্ড, ৯৭ পৃষ্ঠা)

বিবি হাজেরার সাঈ করার ঈমান তাজাকারী কাহিনী

আল্লাহ পাকের আদেশে হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এক টুকরি খেজুর, কয়েক টুকরা রুটি এবং এক মশক পানি দিয়ে সায়্যিদাতুনা হাজেরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا এবং তাঁরই দুগ্ধপোষ্য শিশু হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে মরুভূমিতে রেখে ফিরে আসেন। প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: যত দিন পর্যন্ত খেজুর আর পানি ছিলো হযরত হাজেরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا নিশ্চিন্তে দিন অতিবাহিত করেছিলেন এবং সন্তানকেও দুধ পান করাতে পেরেছিলেন, কিন্তু পানি শেষ হয়ে যাওয়াতে তাঁকে পিপাসা কাতর করে, কলিজার টুকরা শিশু ব্যাকুল হয়ে কান্না জুড়ে দিলেন, নিজের জন্য তিনি তেমন ভাবেননি, কিন্তু চোখের মনির ব্যাকুলতা সহ্য করতে পারলেন না, দাঁড়ালেন এবং "সাফা" পর্বতে আরোহন করলেন হয়তো কোথাও পানির নিদর্শন পাওয়া যাবে, কিন্তু পাওয়া গেলো না, নিরাশ হয়ে তিনি নিচে নেমে এলেন, "মারওয়া" পর্বতের দিকে যাত্রা করলেন কিন্তু দৃষ্টি ছিলো বরাবরই সন্তানের দিকে, পথের একটি অংশে এসে সন্তান দৃষ্টির আড়াল হয়ে যায়, তখনই তিনি সেই জায়গাটি তাড়াতাড়ি অতিক্রম করার জন্য দৌঁড়াতে থাকেন, সেই আড়ালটি কেটে গেলে আবারো ধীরে হাটছিলেন, এক পর্যায়ে "মারওয়া"য় পৌঁছে গেলেন, সেখানে উঠেও তিনি কোথাও পানির সন্ধান পেলেন না, পুনরায় তিনি "সাফা"র দিকে

www.dawateislami.net

রওয়ানা হলেন। এভাবে সাতবার চক্কর দিয়েছেন, প্রতিবারেই তিনি মাঝখানের পথটিতে দৌঁড়িয়েছিলেন (সাফা ও মারওয়ার সাঈ সেই স্মৃতিরই স্মরণ)। শেষবার "মারওয়া"য় উঠলে এক ভয়ঙ্কর শব্দ কানে আসলো! দৌড়ে সন্তানের কাছে এসে দেখলেন যে, সন্তান কাঁদতে কাঁদতে নিজের পায়ের গোড়ালী জমিনে মারছিলেন, যাতে মিষ্টি পানির প্রস্রবন প্রবাহিত হতে থাকে! তিনি অত্যন্ত খুশি হলেন এবং এর চতুর্দিকে মাটির বাঁধ দিয়ে বলতে লাগলেন: يَامَاءُزَمْزَمْ (অর্থাৎ) "হে পানি! থাম থাম" সে কারণেই এই পানির নাম হয়ে গেলো 'আবে যমযম' বা যমযমের পানি। (তাফসীরে নঈমী, ১ম খন্ড, ৬৯৪ পৃষ্ঠা)

উস মেঁ যমযম হো কেহ্ থাম থাম উস মেঁ যমযম হো কেহ্ বেশ,
কছরতে কাওছার মেঁ যমযম কি তরাহ কম কম নেহিঁ। (হাদায়িকে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মকামে ইব্রাহীম

কোরআন করীমে মকামে ইব্রাহীমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম পারা সূরা বাকারার ১২৫ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ؕ

(পারা: ১, সূরা: বাকারা, আয়াত: ১২৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর ইব্রাহীমের দাড়াবার স্থানকে নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ করো।

'মাকামে ইব্রাহীম' হলো জান্নাতী পাথর, হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام পাথরটির উপর তিন বার দাঁড়িয়েছিলেন। **(১)** এই মোবারক পাথরটিতে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন এবং তাঁর পুত্র বধু (সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর স্ত্রী) তাঁর মাথা ধুইয়ে দিয়েছিলেন। **(২)** কাবা শরীফ নির্মাণের সময় যখন দেওয়ালগুলো উঁচু হয়ে গেলো, তখন হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর পুত্র ইসমাঈল عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে বললেন: কোন পাথর নিয়ে আস, যাতে

www.dawateislami.net

তাতে দাঁড়িয়ে দেওয়াল তৈরি করা যায়। হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام পাথরের খোঁজে **'জবলে আবু কুবাইসে'** তাশরীফ নিয়ে গেলেন। পথে হযরত জিব্রাঈল عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর দেখা হয় বললেন: আসুন আমি আপনাকে একটি পাথর দেখিয়ে দেব, যা আদম عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর সাথে পৃথিবীতে এসেছিলো এবং এটি হযরত ইদ্রীস عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام "তুফানে নূহী" (অ র্থাৎ নূহ عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর তুফান) এর ভয়ে এই পাহাড়ে দাফন করে দিয়েছিলেন, এই জায়গাটিতে ছোট বড় দুইটি পাথর দাফন করা আছে। ছোট পাথরটিকে কাবার দেওয়ালে দরজার পাশে স্থাপন করে দেবেন। যাতে তাওয়াফকারীরা এটিকে চুম্বন করে অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদ এবং বড়টিতে হযরত ইব্রাহীম عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام দাঁড়িয়ে **আল্লাহ্**র ঘর নির্মাণ করবেন। অতএব, তিনি عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام পাথর দুইটি নিয়ে এলেন এবং **আল্লাহ পাকের** এই বার্তাটিও জানিয়ে দিলেন, হযরত ইব্রাহীম عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام **আল্লাহ পাকের** আদেশ অনুযায়ী হাজরে আসওয়াদটিকে একটি কোণায় স্থাপন করে দিলেন আর বড়টিতে দাঁড়িয়ে নির্মাণ কাজ করতে রইলেন, দেওয়াল যতই উপরে উঠতে লাগল, পাথরটিও উঁচু হয়ে যেতো, এভাবে তিনি عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام নির্মাণ কাজ শেষ করলেন। (তাফসীর নঈমী, ১ম খন্ড, ৬৮০ পৃষ্ঠা)

হোতে কাহাঁ খলীল বানা কাবা ও মিনা,
লাওলাক ওয়ালে! ছাহেবী সব তেরে ঘর কি হে। (হাদায়িকে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হাজরে আসওয়াদ

এটি হলো জান্নাতী পাথর, হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: রোকন (অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদ) ও মাকাম (মাকামে ইব্রাহীম) উভয়টি হলো "জান্নাতী ইয়াকুত।" প্রথম দিকে অত্যন্ত নূরানী (আলোকোজ্জ্বল) ছিলো। **আল্লাহ পাক** এই নূরকে গোপন করে দিলেন, এমন যদি না করতেন তবে এ দুইটি পূর্ব ও পশ্চিম আলোকিত করে তুলত। (তাফসীরে নঈমী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৩০) অপর

www.dawateislami.net

এক বর্ণনায় রয়েছে: "যখন হাজরে আসওয়াদ কাবার দেওয়ালে স্থাপন করা হলো, তখন এর আলো চতুর্দিকে অনেক দূর পর্যন্ত যেতো, যতটুকু পর্যন্ত এর আলো পৌঁছেছে ততটুকু পর্যন্ত হেরেমের হুদুদ (সীমানা) সাব্যস্ত হয়, যেখানে শিকার করা নিষেধ এবং হাজরে আসওয়াদের রঙ একেবারেই সাদা ছিলো, গুনাহগারদের হাত লাগতে লাগতে কালো হয়ে গেছে। (প্রাগুক্ত, ৬৮০, ৬৮১ পৃষ্ঠা) **হুযুর সৈয়দে আলম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এটিকে চুমু দিয়েছেন। ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: "হে হাজরে আসওয়দ! আমি জানি তুমি পাথর মাত্র, লাভ-ক্ষতির মালিক নও, যদি আমি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে তোমাকে চুমা দিতে না দেখতাম তবে তোমাকে কখনো চুমু দিতাম না।" (বালাদুল আমীন, ৬১ পৃষ্ঠা) **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী হচ্ছে: "কিয়ামতের দিন এই পাথরটিকে উঠানো হবে, এর দুইটি চোখ থাকবে, যা দিয়ে দেখবে, একটি জিহ্বা থাকবে, যা দিয়ে কথা বলবে এবং ইসতিলামকারীদের (স্পর্শকারী) পক্ষে সাক্ষ্য দেবে।" (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ২৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯৬৩)

হাজরে আসওয়াদের ছয়টি বিশেষত্ব

❀ এটিকে স্পর্শ করলে গুনাহ মিটে যায়। ❀ নবুয়ত প্রকাশের পূর্বেও এই মোবারক পাথরটি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সালাম করত। ❀ এই পাথর শরীফকে পুনরায় আরো একবার তার মূল রূপে এনে দেওয়া হবে। ❀ কিয়ামতের দিন এই পাথরের আকার জবলে আবু কুবাইসের সমান হবে। (বালাদুল আমীন, ৬২ পৃষ্ঠা। ওয়াল জামিউল লতীফ লি ইবনি জুহায়রা, ৩৭, ৩৮ পৃষ্ঠা)

কা'লক জবিঁ কি সিজদা দর সে ছোড়াও গে,
মুঝ কো ভি লে চলো ইয়ে তামান্না হাজর কি হে। (হাদায়িকে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইসলামের সৌন্দর্য

হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهٗ مَالَا يَعْنِيْه.

অর্থাৎ কোন ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্য হলো, প্রত্যেক উদ্দেশ্যহীন ও অনর্থক কাজ পরিহার করা।

(তিরমিযী, ৪/১৪২, হাদীস: ২৩৪৪)

(দা'ওয়াতে ইসলামী)

দেখতে থাকুন

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net